বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

নং-১৩৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংককের আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক সংবর্ধনা

ব্যাংকক, ২৭ মার্চ ২০২৩

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক সাড়ম্বরে ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ব্যাংককে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতাবাস ২৭ মার্চ ২০২৩ স্থানীয় একটি হোটেলে কূটনৈতিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অন্যান্য মন্ত্রণালয়, ব্যাংককস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিকবৃন্দ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, ব্যবসায়ীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দসহ প্রায় দেড় শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী H.E. Mr. Vijavat Isarabhakdi।

উভয় দেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আজকের এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ আব্দুল হাই তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যের শুরুতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কূটনীতিবিদদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চিত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত এক বছর বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আগামী দিনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত পদ্মা সেতু, ঢাকা মেট্রো রেল, ঢাকা এক্সপ্রেসওয়ে-এর মত বৃহৎ প্রকল্পে থাইল্যান্ডের কারিগরি সহায়তার জন্য তিনি থাই সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং থাইল্যান্ডে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে তাঁদের ধন্যবাদ জানান ।

এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থাইল্যান্ডের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী H.E. Mr. Vijavat Isarabhakdi তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের ৫২ বছরের উন্নয়নের পথে যাত্রা এবং দেশ গঠনে জনগণ ও বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণের পর ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় থাই অভিজ্ঞতা সহভাগিতার জন্য থাই সরকার প্রস্তুত বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক পরিমন্ডল ও বিমসটেক-এর মত আঞ্চলিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডের একসাথে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়েছে।

পরবর্তীতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে থাই উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূত একটি কেক কাটেন এবং আগত অতিথিবৃন্দকে বাংলাদেশি ও থাই খাবারে আপ্যায়িত করা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ দুতাবাস, ব্যাংকক গত ২৬ মার্চ ২০২৩ রবিবার ব্যাংককে স্থানীয় একটি হোটেলে পৃথক একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এম.পি.। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডে বসবাসরত বসবাসকারী দুই শতাধিক প্রবাসি বাংলাদেশি স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, থাইল্যান্ডের বহুল প্রচারিত স্থানীয় একটি ইংরেজি দৈনিক Bangkok Post ও একটি থাই ভাষার দৈনিক Naewna-এ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে ইংরেজি ও থাই ভাষায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।